

## অযুর পরে কিছু করণীয় বিষয়

□ অযু শেষ করে কালিমা শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযু করবে এবং কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।” মুসলিম ১/২০৯, মিশকাতঃ ২৮৯  
রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-অর্থ : ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু’ বলবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম ১/১২২)

অন্য এক বর্ণনায় কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর কথাও আছে। তাই সম্ভব হলে এর উপর আমল করাও ভালো।

-সুনানে আবু দাউদ ১/২৩; মুসনাদে আহমদ ১/২৭৪; সুনানে তিরমিযী ১/১৮; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ১/২৩৬, ১৫/৪২৩

□ অযুর শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়ার কথাও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

□ অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। ইসলামী পরিভাষায় এই নামাজকে “তাহিয়াতুল অজু” বলে। তিনি (উসমান রাযি.) বললেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে আমার এ অযু করার ন্যায় অজু করতে দেখেছি এবং অযুর শেষে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“যে ব্যক্তি আমার এ অযুর ন্যায় অজু করবে এবং দাঁড়িয়ে এরূপে দু-রাকআত নামাজ আদায় করবে। সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করেনি, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” সহিহ বুখারি/সহিহ মুসলিম

## গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব

১. হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَفِي الْغُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”  
 হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে এবং উভয় হাত দিয়ে গর্দান মাসেহ করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন [আযাবের] বেড়ি থেকে বাঁচানো হবে।  
 [তালখীসুল হাবীর-১/৯৩, দারুল কুতুব প্রকাশনী-১/২৮৮, মুআসসা কুরতুবিয়্যাহ প্রকাশনী-১/১৬৩]

২. অন্য এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ “أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ”  
 হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি যখন মাথা মাসাহ করতেন, তখন মাথা মাসাহের সাথে গর্দানও মাসাহ করতেন।  
 [সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২৭৯]

৩. অপর হাদীসে এসেছে-

عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا، وَأَمَرَ حَفْصُ بْنُ يَزِيدٍ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ

হযরত তালহা তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি অজু করছেন। তখন তিনি এভাবে মাথা মাসাহ করেছেন। উভয় হাতকে জমা করে পাস কাটিয়ে তা দিয়ে গর্দান মাসাহ করতেন। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৫০]

এছাড়া আল্লামা বাগাভী রহঃ, ইবনে সাইয়িদুনাস ইমাম শাওকানী রহঃ প্রমুখও অযুতে গর্দান মাসাহ করার কথা বলেছেন। {নাইলুল আওতার-১/২০৪}

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এ মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন-গর্দান মাসাহ করাকে বিদআত বলা ভুল। তাছাড়া এর বিপরীত বক্তব্য হাদীসে আসেনি। {বুদূরুল আহিল্যাহ-২৮}

## অযু ভঙ্গের কারণ সমূহ

দুই ভাগে বিভক্ত

ক. হাকীকী[দৃশ্যমান] নাজাসাত, যা  
মৌলিক ভাবে হদস

খ. হুকমী[বিধানগত] নাজাসাত,  
যা মৌলিক ভাবে হদস নয় তবে  
হদসের কারণ

## ক. হাকীকী [দৃশ্যমান] নাজাসাত; যা মৌলিকভাবে হদস

১. পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া- যেমন বায়ু, পেশাব-পায়খানা, ময়ী, ওদী, বীর্ঘ- লিউকোরিয়া বা পোকা ইত্যাদি।

❖ হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

“শরীর থেকে যা কিছু বের হয় এ কারণে অযু ভেঙ্গে যায়, প্রবেশের দ্বারা ভঙ্গ হয় না। সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং- ৫৬৮

❖ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব বেশি ময়ী নির্গত হতো। এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি (অত্যাধিক গোসলের কারণে) আমার পিঠ ফেটে যেত (ব্যথা অনুভূত হতো) তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) বিষয়টি অবহিত করলাম কিংবা কেউ তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

“এরূপ করো না। তোমার (লজ্জাস্থানে) ময়ী দেখতে পেলে তা ধুয়ে নিবে এবং সালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। তবে বীর্ঘ নির্গত হলে গোসল করবে।” আবু দাউদ- ২০৭

২. শরীরের কোনো জায়গা হতে; রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। (ঘাম, অশ্রু, থুথু, কফ, শ্লেষা, দুধ ব্যতীত) তামিম দারি রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন,

الوضوء من كل دم سائل

“প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের জন্য অযু আবশ্যিক।” দারে কুতনী-১/১৫৭

বি.দ্র- জখমের স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শর্ত; এক্ষেত্রে প্রত্যেক জখম আলাদা আলাদা হিসাবে ধরা হবে। সুতরাং যদি শরীরের বিভিন্ন অংশে; একই সাথে বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত নির্গত হয়; কিন্তু কোনটিই প্রবাহিত হচ্ছে না; তাহলে তখন অযু ভঙ্গ হবে না। ফিকহুল ইবাদাহ- ৪৪

উল্লেখ্য- জৌক যদি গড়িয়ে পড়া পরিমাণ রক্ত চোষণ করে; তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. মুখ ভরে বমি করা। হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ

“যে ব্যক্তির বমি হয়, অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, বা ময়ী বের হয়, তাহলে ফিরে গিয়ে অযু করে নিবো।” ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১২২১

৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া। হাসান বসরী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি তার থুথুতে রক্ত দেখে তাহলে থুথুতে রক্ত প্রবল না হলে তার উপর অযু করা আবশ্যিক হয় না। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৩৩০



## খ- হুকমি [বিধানগত] কারণ; যা মৌলিকভাবে হৃদস নয়; তবে হৃদসের কারণ.

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوءٌ، حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ، اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

“সেজদা অবস্থায় ঘুমালে অযু ভঙ্গ হয় না, তবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে ভেঙ্গে যাবে, কেননা, চিৎ বা কাত হয়ে শুয়ে পড়লে শরীর টিলে হয়ে যায় (ফলে বাতকর্ম হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে)। মুসনাদে আহমাদ, ২৩১৫, সুনানে আবু দাউদ, ২০২

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া। হযরত হাম্মাদ রহঃ বলেন,

إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

“যখন পাগল ব্যক্তি সুস্থ হয়, তখন নামাযের জন্য তার অযু করতে হবে।” মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪৯৩

৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসি দেওয়া। হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرَقَرَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ قَنِيْبَةَ : إِذَا قَهَقَهُ الرَّجُلُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

“যে ব্যক্তি নামাযে উচ্চস্বরে হাসে, সে ব্যক্তি অযু ও নামায পুনরায় আদায় করবে।

হযরত হাসান বিন কুতাইবা রহঃ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসি দেয়, সে ব্যক্তি অযু ও নামায পুনরায় আদায় করবে। সুনানে দারা কুতনী, ৬১২

নিম্নের বিষয়গুলির কারণে অযু ভঙ্গ হবে না।

- ☐ অপ্রবাহিত রক্ত।
- ☐ রক্ত প্রবাহিত ছাড়াই শরীরের কোন অংশ থেকে গোশত কেটে গেলে।
- ☐ প্রস্রাব-পায়খান রাস্তা ব্যতীত; অন্য যে কোন জায়গা থেকে পোকা বের হলে।
- ☐ মুখ ভরে বমি না হলে।

❑ লজ্জাস্থান স্পর্শের দ্বারাও ফিকহে হানাফিতে অযু ভঙ্গ হয় না।

ফায়িস ইবনু ত্বালক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন সম্ভবতঃ এক বেদুইন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি অযু করার পর নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তাঁর ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

فَقَالَ "هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ"

“তিনি সা. বলেন, ওটা তো তাঁর শরীরের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।” আবু দাউদ, ১৮২

❑ স্ত্রীকে চুমু দিলে। আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ

“নবী (সা.) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, অতঃপর সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন, কিন্তু অযু করলেন না।

‘উরওয়াহ বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রাঃ) কে বললাম, ‘সেই স্ত্রী আপনি নন কি? ফলে তিনি হেসে দিলেন।’ আবু দাউদ

□ তন্দ্রা পেলে বা হেলান ছাড়া ঘুমালে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

রাসূল সা. এর সাহাবীগন ‘ইশার সালাতের জন্য এতক্ষন অপেক্ষা করতেন যে (তন্দ্রায়) তাঁদের মাথা ঢলে পড়ত। অতঃপর তাঁরা সালাত আদায় করতেন অথচ (এজন্য পুনরায়) অযু করতেন না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি সালাতে সুন্নাহ পন্থায় দাঁড়ানো; রুকু বা সেজদায় ঘুমিয়ে যায়; তাহলেও তখন অযু নষ্ট হবে না।  
ফিকহুল ইবাদাহ ৪৪

বি. দ্র

□ অযু আছে কি নেই; যারা সচরাচর সন্দেহে পতিত হননা; তারা যদি অযুর ক্ষেত্রে সন্দেহে পতিত হন; তাহলে অযু আবার করে নিবেন। ফিকহুল ইবাদাহ ৪৪

□ অযু করেছেন; এটা দৃঢ় ভাবে মনে আছে; অযু নষ্ট হলো কিনা এটা নিয়ে যদি সন্দেহ দেখা দেয়; তাহলে অযু আছে বলে ধর্তব্য- পক্ষান্তরে অযু নেই একথা ভালভাবে মনে আছে; অযু করেছে কি না; এটা নিয়ে সন্দেহ; তাহলে অযু নেই এটা সাব্যস্ত হবে।

## অযুর মাকরুহ সমূহ

- ক. প্রয়োজনের বেশি পানি ব্যয় করা।
- খ. প্রয়োজনের চেয়ে এত কম পানি ব্যয় করা; যেখানে ধৌত করা মাসেহে রূপান্তরিত হয়ে যায় মনে হয়।
- গ. তিনবারের অধিক বা কম করে ধৌত করা।
- গ. মুখমণ্ডলে এমনভাবে পানি নিক্ষেপ করা যে, পানির ছিঁটা অন্যত্র পড়ে।
- ঘ. অযুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলা।
- ঙ. অযুর সময় বিনা ওজরে অন্যের সাহায্য নেয়া।
- চ. নাপাক জায়গায় অযু সম্পাদন করা।

বি:দ্র: প্র্যাকটিক্যাল ওযুর ভিডিও

<https://youtu.be/C3LIBpFvcyI>